The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication



ফের ভারত-চীন সরাসরি ফ্লাইট চালু

A Monitor Desk Report



ঢাকাঃ ভারত ও চীনের মধ্যে ৫ বছর বন্ধ থাকার পর ফের সরাসরি চলাচল শুরু হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ সংস্থা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৬ই ১৭০৩ কলকাতা থেকে উড্ডয়ন করে প্রায় ১৮০ জন যাত্রী নিয়ে চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর গুয়াংঝুতে অবতরণ করে।

দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতীকী পদক্ষেপ। দুই দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ জরুরি।

ভারত সরকার জানিয়েছে, ফ্লাইট পুনরায় চালু হওয়ায় 'দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হবে' এবং 'দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধীরে ধীরে স্বাভাবিকীকরণে' এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর)সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর প্রতীক হিসেবে এয়ারলাইন কর্মীরা পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়ে উদযাপন করেন। ওই সময় যাত্রীরা চেক-ইন সম্পন্ন করছিলেন।

চীনের এক সিনিয়র কনস্যুলার কর্মকর্তা কিন ইয়ং বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, 'এটি ভারত-চীন সম্পর্কের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ দিন।'

এক যাত্রী বলেন, সরাসরি ফ্লাইট চালু হওয়ায় লজিস্টিকস ও যাতায়াতের সময় উভয়ই উন্নত হবে।

দুই দেশের মধ্যে উড়োজাহাজ যোগাযোগ প্রথম স্থগিত করা হয়েছিল ২০২০ সালের শুরুর দিকে কোভিড মহামারির সময়। এরপর হিমালয়ের বিতর্কিত সীমান্ত অঞ্চলে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর সম্পর্কের অবনতি ঘটায় ফ্লাইট পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি।

তবে পরবর্তী বছরগুলোতে দুই দেশ ধীরে ধীরে সম্পর্ক পুনর্গঠনের পথে এগিয়েছে। গত বছর তারা সীমান্ত টহল সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে পৌছায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৭ বছর পর গত আগস্টে চীন সফর করেন। একই মাসে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইও ভারত সফর করেন।

ভারত চীনা পর্যটকদের জন্য ভিসা প্রদানও পুনরায় শুরু করে।

চায়না ইন্টার্ন এয়ারলাইনস আগামী নভেম্বর মাসে সাংহাই ও দিল্লিকে সংযুক্ত করে নতুন একটি ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা করছে।

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। এ নিয়ে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চো সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। এমন প্রেক্ষাপটে দিল্লি-বেইজিং সম্পর্ক উষ্ণ হতে শুরু করে।

-B